যুব সম্মেলন ২০১৮

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০

তারুণ্যের প্রত্যাশা

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

১৪ অক্টোবর ২০১৮

কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সমান্তরাল অধিবেশন (৭)

উগ্রবাদ ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধ

তরুণ আন্দোলন, সামাজিক সু-শাসন ও নেশামুক্ত গ্রাম

সামাজিক পরিবর্তনে ব্রতী'র গ্রামীণ যুব আন্দোলন উপস্থাপন

Presenting Brotee's rural youth movement for social transformation

উপস্থাপনায়ঃ

মোঃ মাইনুল ইসলাম
ইয়ুথ লিডার (গণগবেষক)
গাল্লা গণগবেষক দল

BROTEE

তরুণ আন্দোলন, সামাজিক সু-শাসন ও নেশামুক্ত গ্রাম

দেশের উত্তরবঙ্গের ২০০ টি গ্রামে প্রান্তিক তরুণরা গ্রাম উন্নয়ন করছে। ২০০০ ছেলে-মেয়েরা একসাথে স্বেচ্ছায় কাজ করছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঙালি-আদিবাসী সকল জাতি ধর্মের তরুণ ছেলে-মেয়েরা সম্প্রীতির সেতুবন্ধন গড়ছে। ক্ষুদে গণগবেষক (action researchers) এই তরুণ দল পরিচালিত গ্রাম আন্দোলনের ফলে ৪৫ টি গ্রাম সম্পূর্ণ নেশামুক্ত; ১০০টি গ্রাম বাল্যবিবাহ মুক্ত; ৬৬ টি গ্রামে কোন শিশু ঝড়ে পরে না; আর ৮৮ টি গ্রামে পূর্ণ স্যানিটেশন হয়েছে! প্রতিটি অর্জন একটি আন্দোলনের ধারা। এমন অনেকগুলো উন্নয়েন ধারা তৈরী করেছে ব্রতীর গ্রামের তরুণ।

তবে আজ বলবো কেমন করে একটি গ্রামকে আমরা নেশামুক্ত করেছি।

দেলুয়াবাড়ী, মহানগর, নোনাপুকুর, কালিসফা, রসুলপুরসহ আরো ৪০ টি গ্রামে নেশার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধজয়ের কাহিনী ঢাকায় পৌছায়নি, কিন্তু এই সফলতার আলোকচ্ছটা গ্রামগুলো ছুয়ে গেছে।

BROTEE

মাদকদ্রব্য উৎপাদন, বিপণন ও সেবন প্রতিরোধ কমিটি:

গ্রাম সংখ্যা	কমিটির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা		
		নারী	পুরুষ	মোট
৪৫	৪৫	২৭০	২৮০	৫৫০

মাদকমুক্ত গ্রামের তালিকা:

ক্রমিক	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা	সংখ্যা
১	পাঁচন্দর	তানোর	রাজশাহী	১২
২	বাধাইড়	তানোর	রাজশাহী	১০
৩	ভারশোঁ	মান্দা	নওগাঁ	৬
৪	কুশুম্বা	মান্দা	নওগাঁ	৭
৫	ভীমপুর	মহাদেবপুর	নওগাঁ	১০
			মোট	**৪৫**

কারা করেছে:

৪৫০ প্রান্তিক পরিবারের তরুণ ছেলে-মেয়ে যাদের বয়স ১৪ থেকে ২৫! এই কহিনীর নায়ক। ক্ষুদে 'হিরো'!

এলাকায় প্রচলিত মাদকসমূহ:

- চুলাই মদ
- পঁচানী
- তাড়ি
- গাঁজা
- ফেনসিডিল (পরিমানে কম)
- ইয়াবা

BROTEE

তৃণমূল আন্দোলন শেকড়ে পরিবর্তন আনে

তরুণদের মাদক বিরোধী আন্দোলনে অর্জন:

১. সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাদক বিরোধী জনমত তৈরি;
২. নারী ও শিশু নির্যাতন হ্রাস;
৩. যৌন হয়রানী হ্রাস;
৪. নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি;
৫. কর্ম উদ্যোগ বেড়েছে;
৬. শিক্ষার হার বেড়েছে;
৭. মাদকমুক্ত প্রজন্ম তৈরি;
৮. মাদকসেবীর পরিবার আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা;
৯. আদিবাসী পরিবারগুলি মাদক সেবন হ্রাস;
১০. আদিবাসীদের ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস;
১১. সামাজিক অপরাধ হ্রাস পেয়েছে।

শ্রেষ্ঠ অর্জন:

১. সামাজিক সুশাসন।
২. সামাজিক সম্প্রীতি ও বহুজাতিক ঐক্য।
৩. প্রক্রিয়া চলমানতা।

BROTEE

চ্যালেঞ্জঃ

১. চুয়ানী সেবন করা আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত বিষয় হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে আদিবাসীদের চুয়ানী জাতীয় মাদক উৎপাদন ও সেবন থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি। তবে বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে;

২. মাদক সেবনের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেলে একটা লম্বা সময় মাদকমুক্ত থাকলেও অনেকে ক্ষেত্রে পূনরায় মাদক সেবন করতে দেখা যায়;

৩. কিছু সংখ্যক উচ্চবিত্তের প্রভাবশালী ব্যাক্তি মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। এদের চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য। চিহ্নিত করা গেলেও অনেক ক্ষেত্রেই নানাবিধ সমীকরণের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না;

৪. প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ার কারণে প্রশাসনিক ব্যবস্থা দীর্ঘ সময়ের জন্য খুব একটা কার্যকর হয় না;

৫. আইনের প্রয়োগ যথাযথভাবে হয় না;

৬. আদিবাসীদের শিক্ষার অভাব;

৭. প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কাঙ্খিতমাত্রায় সক্রিয় নয়; অনেকসময় অপরাধের সাথে জড়িত ।

৮. ইয়াবা প্রবেশ এমনই গোপনে হয় যা ধরা অত্যন্ত কঠিন ।

করণীয়ঃ

আদিবাসী শিশুদের শতভাগ শিক্ষার আওতায় আনতে হবে;

- মাদক ব্যবসায়ীদের জন্য বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
- সামাজিক সচেতনতা ক্যাম্পেইন বৃদ্ধি করা;
- প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলতে হবে;
- প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সক্রিয় রাখার জন্য অব্যাহতভাবে চাপের মাধ্যে রাখতে হবে;
- সকল প্রকার মিডিয়াকে এগিয়ে আসতে হবে এবং কর্যকর ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে;
- সংস্কৃতি চর্চা ও খেলাধুলার পরিসর বাড়াতে হবে; এতে শিশু তরুণ সুস্থ থাকে ।

BROTEE

আন্দোলন গড়ে তোলার পদ্ধতি - গণক্রিয়া গবেষণা

এটি কোন প্রথাগত গবেষণা নয়। এটি হচ্ছে প্রান্তিক মানুষের নিজেদের শক্তিকে **'অনুসন্ধান বিশ্লেষণ ও ক্রিয়ার'** মধ্য দিয়ে আবিষ্কারের প্রয়াস। নিজের মেধা, আগ্রহ, দায়িত্ববোধ, আত্মশক্তিকে পুঁজি করে সমস্যা সমাধানের মধ্যদিয়ে সমাজ পরিবর্তনের পথ অনুসন্থান হচ্ছে গণগবেষণা। এটি একটি চলমান অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া।

[বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী **শারমীন মুরশিদ** দ্বারা পরিচালিত ১২ বছরের প্রায়োগিক গবেষণার (action research) মধ্য দিয়ে এই তৃণ মানুষের মডেলটি তৈরী। আর মাঠ পর্যায়ে **প্রয়োগ সঞ্চালনা করেছে ব্রতী ও ২০০০ তরুণ**।]

গণক্রিয়া গবেষণা গ্রামকে সমেবত করে এবং সামষ্টিক ক্রিয়া তৈরী করে। মানবাধিকার সংরক্ষিত হয়।

- **তরুণ গণগবেষক দল --> উপদেষ্টা-মুরুব্বীগণ --> পাড়া সমাবেশ --> গ্রাম সমাবেশ।**

BROTEE

ছবি - গণগবেষক দলের সভা

BROTEE

Village Mobilization Process

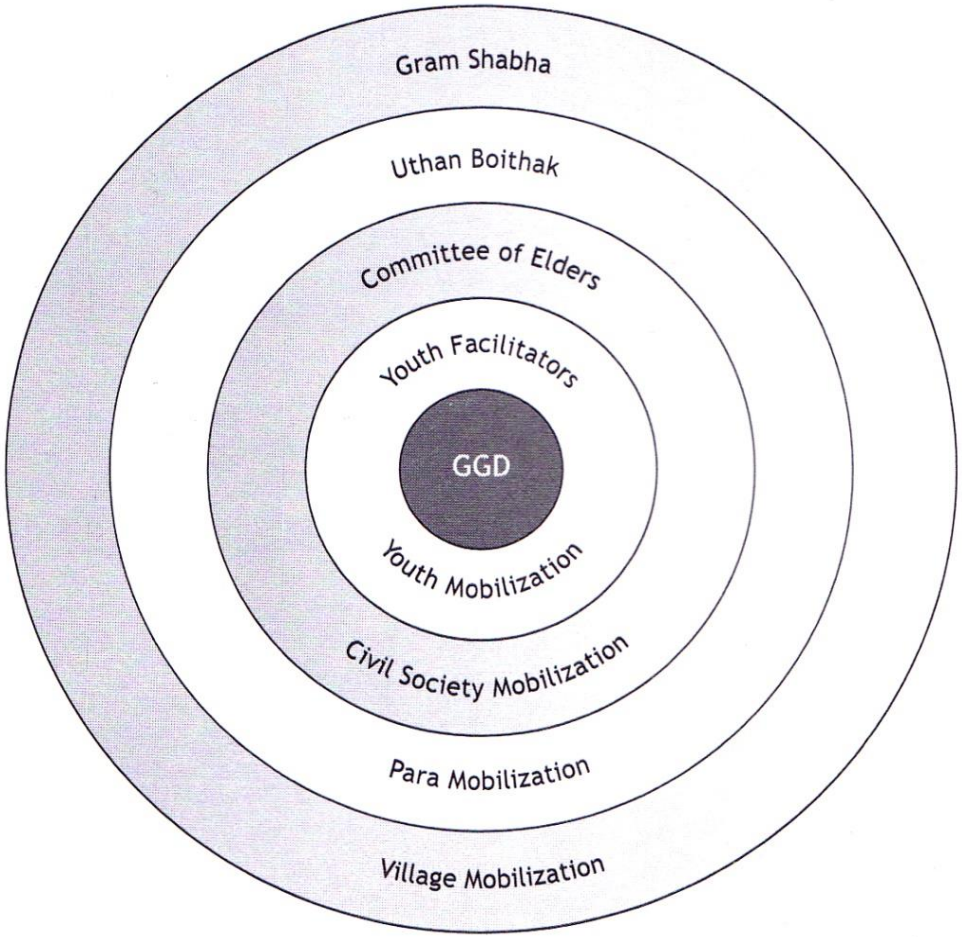

গণক্রিয়া গবেষনার এই তিনটি চক্র ঘুরলে সু-শাসনের জায়গা তৈরী হয়। এই গণক্রিয়া গবেষণার ধারা প্রান্তিক মানুষের আন্দোলন।

- তরুণ আন্দোলন --> সামাজিক নজরদারি --> সামাজিক সুশাসন।
- জবাবদিহিতা --> স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও সেবাদানকারী সংস্থা।

BROTEE

A 4 -Tier Collective reflection

সমষ্টিগত সামাজিক ক্রিয়া।

ফলাফল:

- তরুণ নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরী হয়।
- গ্রামীণ মানবাধিকার কাঠামো তৈরী হয়, যেমন নেশা নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি।
- ধর্মীয়, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি তৈরি হয়।
- গ্রামের নেশা উৎপাদনের উপর কড়া নজর রাখা যায়।
- মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং নারী-শিশুদের অবস্থার উন্নতি।
- গ্রামের দরিদ্র মানুষের নানা উন্নয়ন ঘটতে শুরু করে যেমন -
    ১. বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম
    ২. নেশামুক্ত গ্রাম
    ৩. শতভাগ স্যাসিটেশন গ্রাম
    ৪. শতভাগ স্কুলগামী গ্রাম আরো অনেক

যেদিন এই গণক্রিয়া গবেষণা চাকা থেমে যাবে, সেদিন আবার সামাজিক নজরদারী শিথিল হবে এবং অসামাজিক কাজগুলো আবার মাথাচাড়া দিবে। নেশা, নির্যাতনের ভয়াবহতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

ব্রতী'র এই মডেল প্রমান করেছে সমাজে জোড়ালো নজরদারী থাকলে, এক ধরনের গ্রামীণ সু-শাসন নিশ্চিত হয় এবং অন্যায় ও অপরাধ দমন করা যায়।

BROTEE

Village Institutions of the Poor

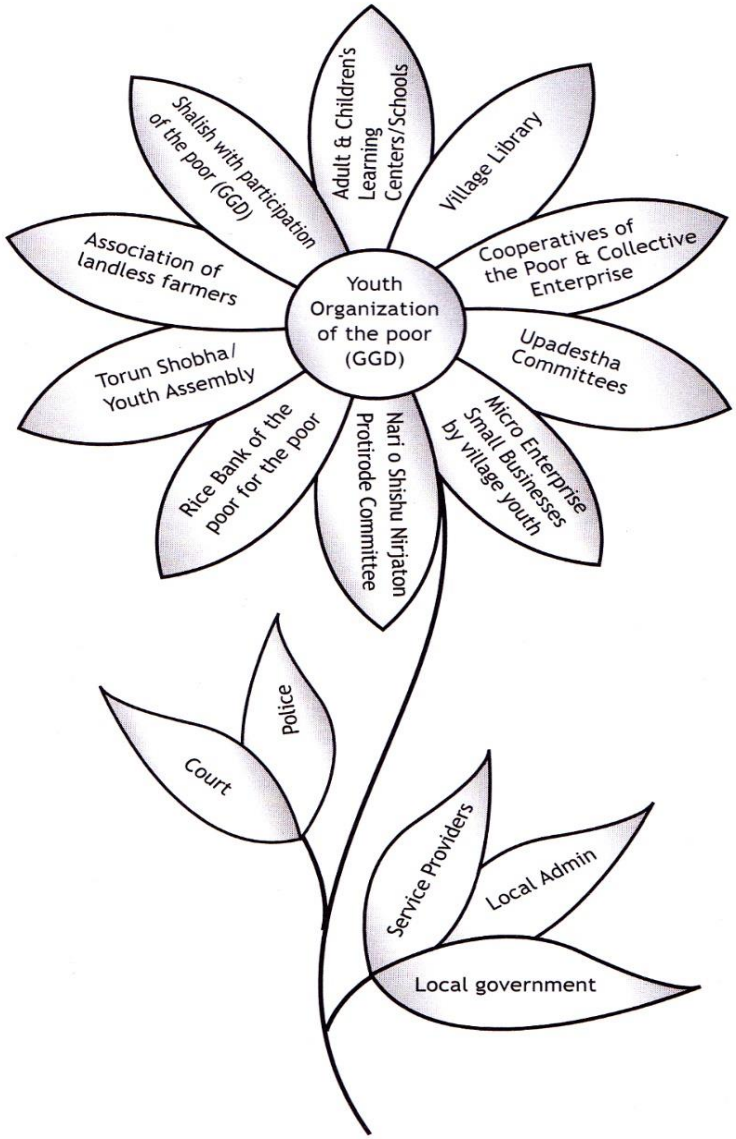

Engaging local authorities and service providers

তরুণদের এই আন্দোলন সকলকে সক্রিয় করে তাই সফল হয়।

সুশিল সমাজ, স্থানীয় সরকার, পুলিশ ও প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরী হয়। ফলে সফলতার হার বাড়ে।

BROTEE

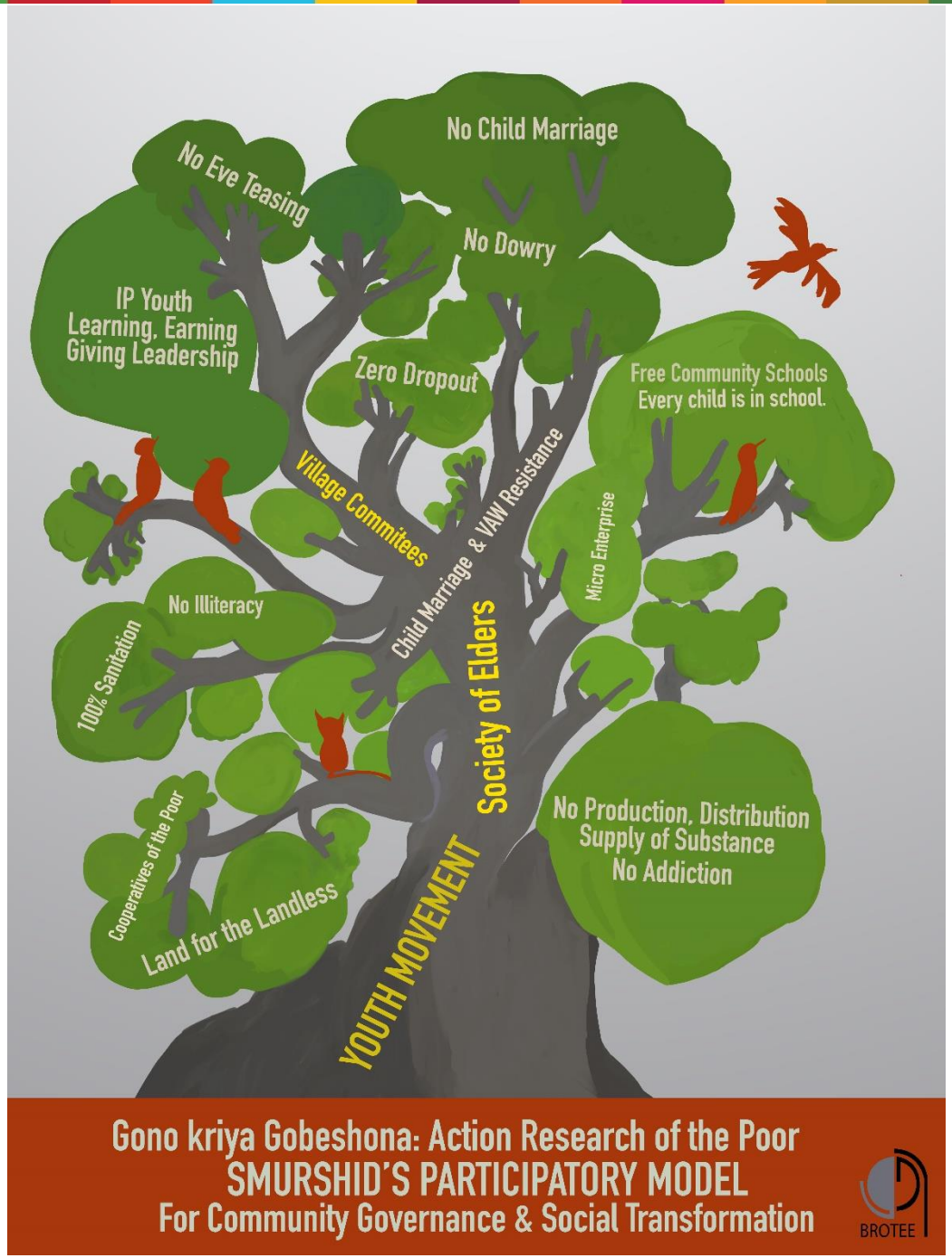

আমাদের প্রায়োগিক গবেষণা **'গণক্রিয়া গবেষণা'** প্রমাণ করে তরুন সমাজ সুসংহত, সুশৃঙ্খল ও উদ্দীপ্ত-আলোকিত হলে তারা সমাজে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে।

ধন্যবাদ

BROTEE